ভূমিকা

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগের সর্বশ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসীর নামের আগে এখনও 'নটী' শব্দটি চালু থাকা ও 'নটী'র আগেও একজন গণিকা বা পতিতা হিসেবে আরো বেশি করে জনসাধারণের সামনে তাঁর ইমেজ থেকে যাওয়া ইত্যাদি তাঁর সার্ধ জন্মবর্ষ পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তন হল না। এমন কি তাঁর স্বপ্নের স্টার থিয়েটার তাঁরই নামানুসারে 'বি' থিয়েটার করার ইচ্ছেও কারোর না থাকা বুঝিয়ে দেয় জনমানসে তাঁর 'মর্যাদা' কতখানি! দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁকে নিয়ে বর্তমানে যাত্রাপালা, সিনেমা কিংবা ঘোড়ার গাড়িতে বিনোদিনী সাজিয়ে পথ-পরিক্রমা ইত্যাদি ইত্যাদিতে কোন আন্তরিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না। কলকাতা পুরসভার পক্ষ থেকে স্টার থিয়েটারের পাশের রাস্তার নামকরণও 'নটী বিনোদিনী'। ২০১৩ সালের ১৮ এপ্রিল কালিন্দী নাট্যজনের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসবের সূচনা হয়েছিল স্টার থিয়েটারে, সেখানে কলকাতা পুরসভার মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায় আশ্বাস দিয়েছিলেন যে স্টার থিয়েটারের নাম হবে বিনোদিনী মঞ্চ। কিন্তু এতদিনেও তা সম্ভব হল না। অদ্ভুত এই সমাজের সামনে দাঁড়িয়ে বিনোদিনী তাঁর আত্মজীবনীতে তাঁর প্রতি বিভিন্ন বঞ্চনার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা পড়ে বিস্মিত হয়ে হয়। এমনকি জেদি এই প্রতিভাময়ী তাঁর অভিনয় জীবনের গুরুদেব গিরিশচন্দ্র ঘোষকে 'আমার কথা' (প্রকাশ : ১৩১৯ বঙ্গাব্দ) আত্মজীবনীর ভূমিকা লিখতে অনুরোধ করেছিলেন। গিরিশচন্দ্র সে অনুরোধ রক্ষা করলেও বিনোদিনীর সেই ভূমিকা পছন্দ না হওয়ায় তা তিনি প্রথম সংস্করণে প্রকাশ করেন নি। পরে গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় (নব) সংস্করণে (১৩২০ বঙ্গাব্দ) এই ভূমিকা প্রকাশ করেন গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার কারণে।

বাংলা ১৩০৩ সালে বিনোদিনীর 'বাসনা' ও তারপর ১৩১২ সালে 'কনক ও নলিনী' কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হয়। সে সময় এগুলি নিয়ে কোন রকম সাড়া পড়েছিল কিনা জানা না গেলেও পরবর্তীকালে ১৩১৯ তে তাঁর 'আমার কথা' যে সাড়া ফেলেছিল তা পরের বছর নব সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ায় বুঝতে পারি। তাঁর জীবনে আনন্দ বিষয়টি যে সম্পূর্ণভাবে অদৃশ্য সে কথা 'আমার কথা'-র প্রারম্ভে তিনি তুলে ধরেছেন। শুরুটি এমন ঃ '.....পৃথিবীতে আমার কিছুই নাই, শুধুই অনন্ত নিরাশা, শুধুই দুঃখময় প্রাণের কাতরতা। কিন্তু তাহা শুনিবার লোক নাই! মনের ব্যথা জানাইবার লোক জগতে নাই—কেননা, আমি জগৎ মাঝে কলঙ্কিনী পতিতা। আমার আত্মীয় নাই, সমাজ নাই, বন্ধু নাই, বান্ধব নাই, এই পৃথিবীতে আমার কেহই নাই।' এহেন স্বীকারোক্তি তাঁর আত্মজীবনীর মাধ্যমে সে সময়ের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সমাজের চোখে একজন অন্ত্যজ মহিলার কাছে বিশেষ সাহসী বিষয় বলা যায়।

জন্মের পর মাত্র ১০/১১ বছর (জন্ম আনুমানিক ১৮৬৩) তিনি নিজের মতো সুখ দুঃখের বাতাবরনে কাটিয়ে দিলেও তারপর থেকে শুরু হয় তাঁর বেঁচে থাকার সংগ্রাম। 'শত্রুসংহার' নাটকে (গ্রেট ন্যাশনাল থিয়োটার) সামান্য সখীর ভূমিকা থেকে পরের নাটক 'হেমলতা'-য় নামভূমিকায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্টার থিয়েটারে 'বেল্লিক বাজার'-এ (১৮৭৪ থেকে ১৮৮১ পর্যন্ত) শেষ অভিনয় পর্যন্ত দুঃখ বঞ্চনায় ঘেরা জীবনে তিনি সহ্য করেছেন থিয়েটার মালিকদের হেনস্থা, অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের তাঁর প্রতি ঈর্ষা, বিতৃষ্ণা, শঠতা ও নীচতা আর সুযোগ পেলেই 'গণিকা' হিসেবে তাদের থেকে অপমান। পাশাপাশি রয়েছে তাঁর সান্নিধ্যে আসা দুই সম্ভ্রান্ত যুবক, আর আছেন স্টার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা গুর্মুখ রায়। পরবর্তী কালে অনেক দুঃখে বেদনায় থিয়েটার থেকে বিদায় নিয়ে এক জমিদার পুত্রকে বিবাহ করেছিলেন। তার কিছুদিন

পর জমিদারের মৃত্যু হলে তিনি আবার কলকাতায় ফিরে আসেন তাঁর শিশুকন্যা শকুন্তলাকে কোলে নিয়ে।

থিয়েটার ছাড়ার পরও তাঁর গুরুদেব গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। সে সুবাদে গিরিশচন্দ্র তাঁর 'আমার কথা'-র যে ভূমিকা লেখেন তাতেও তিনি বিনোদিনীকে যথেষ্ট কটাক্ষ করেছিলেন, গিরিশের ভাষায় : 'উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাদের একটি কন্যাসন্তান হয়; সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল; কিন্তু সে কন্যা নীচ কুলোদ্ভবা—এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহিত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয় বিনয় করে, সেই তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয় প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিল—শুনিতে পাই। এই বিনোদিনীর তীব্র বেদনার কারণ। কিন্তু নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালনা না হইলেই ভালো ছিল। যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন, শেষোক্ত লেখাতে কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে তাহা ভুলিয়া যাইবে।' গিরিশচন্দ্রের এই কথা কতখানি মেনে নেওয়া যায় সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরিণ কুৎসিতরূপটি যেভাবে বিনোদিনী প্রকাশ করেছিলেন, তার বাইরে সামান্য হলেও মানুষের মন ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য গিরিশের এই মন্তব্য বলে মনে করি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩১ সালে বিনোদিনী 'রূপ ও রঙ্গ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় 'আমার অভিনেত্রী জীবন' নিয়ে যে নিজের স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে লিখতে শুরু করেন তা মাত্র ১১ কিস্তি প্রকাশের পর যখন ধারাবাহিকটি ধীরে ধীরে স্টার থিয়েটারের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন কোন এক অদৃশ্য অঙ্গুলিহেলনে তা পত্রিকায় প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি এর জন্য আগাম কোন বিজ্ঞপ্তি ও দুঃখপ্রকাশ করা হয় না পত্রিকায়। 'আমার অভিনেত্রী জীবন' বলা যায় তৎকালীন গদ্যরীতির এক বিস্ময়কর পরিবর্তন।

একমাত্র 'আমার কথা' স্মৃতিচারণটি ছাড়া আর কোন লেখাই বর্তমান পাঠকের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। তিনি যে কবিতাও লিখেছিলেন তাঁর কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল তা বহু বিদগ্ধ ব্যক্তিও জানেন না। এই ক্ষুদ্র ভূমিকায় তাঁর কবিতার সঠিক মূল্যায়ণ করা সম্ভব নয় সে চিন্তায় আমার রচিত বিনোদিনী দাসীর কবিতার ওপর একটি প্রবন্ধ গ্রন্থটির সঙ্গে যুক্ত করলাম। প্রবন্ধটি আগে কবি পঙ্কজ মণ্ডল সম্পাদিত 'নীল অক্ষর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া বিনোদিনীর 'বাসনা' কাব্যগ্রন্থের ৪১ টি কবিতার মধ্যে ১৯টি কবিতা ও 'কনক ও নলিনী' কাব্যগ্রন্থের অংশবিশেষ প্রকাশিত হল যা সুবর্ণরেখা প্রকাশনীর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও নির্মাল্য আচার্য সম্পাদিত বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা ও অন্যান্য' থেকে সংগৃহিত হয়েছে। বিনোদিনীর অজ্ঞাত এই কবিসত্ত্বা যাতে কবিতাপ্রেমীর কাছে ছড়িয়ে পড়ে তাই এই বিনম্র প্রয়াস।

বিনীত

বিপাশা আবাসন
তেঘরিয়া মেইন রোড
কোলকাতা-৭০০১৫৭
১৮.১.২০১৫